দৈনিক সংবাদ

114

তারিখ 26 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিষেধাজ্ঞা ও বর্তমান ছাত্র রাজনীতির একটি গতিধারা

হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল

সন্ত্রাসীদের অস্ত্রবাজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারও প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। গত ২১ মে, '৯৮ মধুর কেন্টিনে ছাত্রলীগের বরিশাল গ্রুপ এবং অপর একটি গ্রুপের মারামারিতে ৫ জন আহতও হয়েছে। সংঘর্ষের সাথে জড়িত সবাই শহীদুল্লাহ হলকেন্দ্রিক। এ প্রেক্ষাপটেই গত ২২ মে, '৯৮ দৈনিক সংবাদ'-এ খবর বেরিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল সমাবেশ করার কারণে ৯টি নিরীহ ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য মারামারি করা সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা সিন্ডিকেট প্রদান করেছেন কিনা জানা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস নিয়ে শান্তিকামী সকল মহলই উদ্বিগ্ন। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটও এ উৎকণ্ঠার ছোঁয়া থেকে মুক্ত নন। যেহেতু তাদের দায়দায়িত্বের পরিধি অনেক বেশি। সে দায়িত্বের জায়গা থেকেই তারা অস্ত্রবিমুখ, নির্বিরোধ ৯টি ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ৯টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে (ছাত্রদের ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত হারমোনিয়াম মার্কা) ছাত্র ইউনিয়নে নামের সংগঠনটিও রয়েছে।

উল্লিখিত ছাত্র সংগঠনসমূহের মিছিল ও সমাবেশের দাবি ছিল, ক্যাম্পাস থেকে সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, দলমত নির্বিশেষে সকল অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে, বিভিন্ন হল থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদ করা ইত্যাদি। এ সকল দাবিতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মিছিল করে গত ১৮ই মে ক্যাম্পাস থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। সার্ক ফোয়ারার কাছে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটি পৌছলে কর্তব্যরত পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। ছাত্রীদের পর্যন্ত রাস্তায় ফেলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়। বুটের লাথিতে থেঁতলে দেয়া হয় হাতের আঙুল। পুলিশের এ হামলাকে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেশের গণ্যমান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীসহ অনেকেই আহত ছাত্রছাত্রীদেরকে দেখতে যান। প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সারাদেশে সন্ত্রাসীদেরকে আশ্রয় দিয়ে হাসপাতালে গিয়ে শান্তিকামী ছাত্রদের জন্য তার দুঃখ প্রকাশকে অনেকে আবার মাছের মায়ের পুত্রশোক বলে মন্তব্যও করেছেন। আবার অনেকে ইতিবাচক প্রবণতা বলেও সাফাই গেয়েছেন। সে যাই হোক, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিরীহ ছাত্রদের উপর কঠোর শাস্তি প্রদানের যে সিদ্ধান্ত ঢাঃ বিঃ সিন্ডিকেট নিয়েছে তাতে নিরপেক্ষ সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের কাছে সিন্ডিকেটের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কারণ ইতোপূর্বেও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত যারা ভঙ্গ করেছে, তাদের অপরাধ বর্তমান সময়ের ঘটনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সিন্ডিকেট তাদের প্রতি এতটা কঠোর হননি। যতটা না এখন প্রতিভাত হচ্ছে। সকলেই বিশ্বাস করে, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার জায়গায় রাখা উচিত। একই সাথে সিন্ডিকেটেরও উচিত যেকোন সংকীর্ণ বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করে আলোচনার ইতি টানতে চাই। গল্পটি এ রকম যে, একবার এক মুসলমান ভদ্রলোক ঝড়ের তাড়া খেয়ে গভীর রাতে জনৈক হিন্দু গরিব ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হন এক রাত আশ্রয়ের জন্যে। ব্রাহ্মণ মহোদয়ের বাড়িতে ঘর ছিল মাত্র দু'টি। একটিতে রক্ষিত ছিল শক্তির দেবী কালীর মূর্তি। অন্যটিতে ব্রাহ্মণ তার পরিবারসহ অবস্থান করতেন। বাড়তি কোন ঘর ছিল না অতিথির জন্যে। ফলে অস্পৃশ্যতার সমস্যা হেতু আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা ছিল। তবুও মানবিক দিক বিবেচনা করে ব্রাহ্মণ মহোদয় মুসলমান ব্যক্তিটিকে অবশেষে দেবীর ঘরেই রাতি যাপনের অনুমতি দেন। এবং খুব প্রত্যুষেই লোকজন দেখার আগে ঐ স্থান থেকে প্রস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। একই সাথে এই বলে তাকে সতর্ক করে দেন যাতে মুসলমান ব্যক্তির অবস্থানের ফলে দেবীর কোন অমর্যাদা না হয়। সমস্যা হলো এখানে যে, মুসলমান ব্যক্তিটি ঘুমের মধ্যে বেশ নড়াচড়া করতো। ফলে ঘুমের ঘোরে এক সময় তার পা দেবী মূর্তিকে স্পর্শ করে। এতে দেবী ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দেখান। স্বপ্নে দেবী ব্রাহ্মণকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, সে তার অমর্যাদা করেছে মুসলমান ব্যক্তিটিকে দেবীর ঘরে থাকতে দিয়ে। এ স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণ ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠে। পরে দেবীর ঘরে গিয়ে দেখেন যে, মুসলমান ব্যক্তিটির পা দেবী মূর্তির কাছাকাছি অবস্থান করছে। তখন তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে টেনে যথাস্থানে শুইয়ে দেন। এ রকম ঘটনা পর পর কয়েকবার ঘটে এবং ব্রাহ্মণ মুসলমানের পা ঠিক করে দেন। যার ফলে প্রচন্ড ঘুম থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ঘুমুতে পারছিলেন না। এরপর ক্লান্ত অবস্থায় যেই ব্রাহ্মণ একটু ঘুমাবার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক তখনই আবার দেবী তাকে স্বপ্ন দেখালেন ঐ একই স্বপ্ন। এখন ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন। মা কালী, তুমি আমাকেই সহজ দেখলে। তাই বার বার স্বপ্ন দেখাচ্ছ। অথচ ঐ মুসলমান ব্যাটাকে একবার স্বপ্নে হুঁশিয়ার করলেই তো সে ঠিকভাবে ঘুমায়। ওহে, পরম শক্তির আধার মা কালী, দুর্বল সন্তানকে ভয় না দেখিয়ে দুষ্টু ছেলেটাকে ভয় দেখাও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটকেও তাই শান্তিপ্রিয় ছেলেদেরকে শাস্তি না দিয়ে, অস্ত্রবাজ, দুষ্ট ছেলেদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

[লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন।]